

153679 - কিউনি রোগীকে ডাক্তার রোয়া না রাখার উপদেশ দিয়েছেন

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

অতি সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি যে, আমার কিউনিতে পাথর হয়েছে। একজন মুসলিম, তাকওয়াবান ডাক্তার (আমার কাছে সেটাই মনে হয়েছে) আমাকে রমজানের রোয়া না-রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য বলছি, এই পরামর্শ দেয়ার কারণ হলো- সারাদিন পানি পান করতে থাকা যাতে নতুন কোন পাথর তৈরী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রমজানের রোয়া না-রাখা কি আমার উপর ওয়াজিব?

প্রিয় উত্তর

আল্হামদুলিল্লাহ।

যদি বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তার একথা জানান যে, রোয়া পালন আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে এবং তিনি আপনাকে রোয়া না-রাখার নির্দেশ দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা ইসলামী বিধিসম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

[2 البقرة : 184] [فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدْهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى]

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৪] ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “অর্থাৎ একজন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থতা বা সফরের অবস্থায় রোয়া পালন করবে না। কারণ এতে তাদের কষ্ট হবে। সুতরাং তারা রোয়া ভঙ্গ করবে এবং সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে রোয়া রেখে পূরণ করে নিবে।” সমাপ্ত তাফসীর ইবনে কাছীর (১/৪৯৮)

আল্লাহ যেখানে ছাড় দিয়েছেনসেখানে নিজেকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

رواهأحمد(5832)صححهالألبانيفي "صحيحالجامع" (1886) (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُنَاءَ تَرْحُصُهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تَرْحُصَهُ مَعِصِيَتُهُ)

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দেওয়া অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা পছন্দ করেন, যেমনিভাবে তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপে লিঙ্গ হওয়া অপছন্দ করেন।” [হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন (৫৮৩২)। আলবানী সহীহ আল-জামি(১৮৮৬) গ্রন্থে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন]

যদি কারো এমন রোগ হয়ে থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় নাসেক্ষেত্রে রোগী রোয়া ভঙ্গ করবেন এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। আর যদি এমন রোগ হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায়তবে সুস্থতার পর সেই দিনগুলোর রোয়া কায়া পূরণ করে নিবেন।

শাইখ ইবনে ‘উচাইমীন (রাহিমাত্তুল্লাহ) বলেছেন: ‘আলেমগণ সিয়ামের প্রেক্ষিতে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

(১)যেসব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। এ ধরনের রোগী রোয়া ভঙ্গ করবেন এবং সুস্থতার পরে সে রোয়াগুলোর কায় পূরণ করবেন।

(২)যেসব রোগ থেকে সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না। এ ধরনের রোগী প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। এ খাওয়ানোটা রোয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে।” সমাপ্ত। [‘ফাতওয়া’নূরুন্নাবাদ দারব’- ইবনে ‘উচাইমীন (৪৮/২১৬)]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যার অপারেশন হয়েছিল। তিনি অপারেশনের পূর্বেও কখনো রোয়া পালন করেনি। তার অপারেশনটি ছিল একটি কিডনি একেবারে ফেলে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কিডনি থেকে পাথর অপসারণ করা। ডাক্তাররা তাকে আজীবন সিয়াম পালন না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

‘যদি কাউকে কোন মুসলিমবিশ্বস্ত ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে, সিয়াম পালন করা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবেতবে তিনি রোয়া রাখবেন না। রমজানের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধেক সা’ (নবী (সা): এর যামানায় পরিমাণের একক) গম, চাল, খেজুর বা এ পরিমাণ স্থানীয় কোন খাদ্যদ্রব্য কাফ্ফারা হিসেবে প্রদান করবেন। কিন্তু খাদ্যের পরিবর্তে অর্থকড়ি দিয়ে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয় হবে না।’ সমাপ্ত। [গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৮২-১৮৩)]

শাইখ ইবনে ‘উচাইমীনকে (রাহিমাত্তুল্লাহ) প্রশ্ন করা হয়েছিল:

গত বছর রমজান মুবারকের শুরুর দিকে আমার বাম কিডনিতে অপারেশন হয়েছিল। আমি সেই রমজানের রোয়া পালন করতে পারিনি। কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যেও পানি ছাড়া থাকতে পারতাম না। সেই রোয়া আমি এখন পর্যন্ত কায় করতে পারিনি। এখন আমার করণীয় কি?

তিনি উত্তরে বলেন :

“আপনার কোন কিছু করণীয় নেই। কারণ আপনি অপারগ। এ অপারগতা অব্যাহত থাকলেও আপনার কোন কিছু করণীয় নেই। আর ডাক্তারেরা তো বলেছেন: এই অল্প সময়ের মধ্যেও আপনাকে পানি পান করতেহবে। তাই আপনার উপর সিয়াম পালন ওয়াজিব নয়। কারণ এ অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আপনাকে প্রতিদিনের রোয়ার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।” সমাপ্ত। [ফাতওয়া নূরুন্নাবাদ দারব’ -ইবনে উচাইমীন (৪০/২১৬)]

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়- যদি ডাক্তার আপনাকে এ কথা জানান যে, আপনি ভবিষ্যতে রোয়া পালন করতে পারবেন না তাহলে আপনার জন্য রোয়া ভঙ্গ করা এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো শরিয়তসম্মত। আর যদি ভবিষ্যতে সিয়াম

পালন করতে পারবেন মর্মে জানান, তাহলে আপনি এখন রোয়া ভঙ্গ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা
করবেন। সুস্থ হওয়ার পর যেসব দিনের রোয়া ভঙ্গ হয়েছে সেদিনগুলোর রোয়া কায়া করবেন। এ বিষয়েআরো জানতে দেখুন :
[\(12488\)](#)ও[\(23296\)](#)নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।